দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ৭।৭।৮৮
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

029

# পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধে ব্যর্থ হলে শিক্ষকদের সরকারী মঞ্জুরি বন্ধের সুপারিশ

যশোর, ৬ই জুলাই (নিজস্ব প্রতিনিধি)—চলতি ১৯৮৮ সালের এইচ এস সি পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধে যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ব্যব-

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

## পরীক্ষায় দুর্নীতি

(১ম পৃঃ পর)

স্থায় নকলের আখড়া হিসাবে চিহ্নিত খুলনা বিভাগের ২৪টি কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষকদের সরকার প্রদত্ত বেতন-ভাতা বন্ধের সুপারিশ করা হইবে বলিয়া এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। ইহাছাড়া এই বছর পরীক্ষা চলাকালে ঐ সকল কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্যে বোর্ডের পদস্থ কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিক সমন্বয়ে ১২টি পরিদর্শক দল গঠন করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। তন্মধ্যে যশোর জেলার ৭টি কেন্দ্রে বহিষ্কৃতের সংখ্যা প্রায় আড়াই শত। এই পরিদর্শক দলগুলিকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিস্তারিত রিপোর্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট দাখি করিতে বলা হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি দল রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে চিহ্নিত কেন্দ্রগুলির মধ্যে কোন কোনটিতে এবার নকলের প্রবণতা কম ছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য, উক্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে উপজেলা সদরের বাহিরে অবস্থিত কয়েকটি এইচ এস সি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করেন। বাতিলকৃত কেন্দ্রসমূহের পরীক্ষা পৃথক কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করায় গত বৎসর সংশ্লিষ্ট কোন কোন কলেজের পাশের হার পাঁচ শতাংশে নামিয়া আসে। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে বাতিলকৃত ঐ সকল কেন্দ্রের অধিকাংশ পুনর্বহাল করা হয়।

বোর্ডের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর গাজী আবদুস সালাম জানান, বোর্ডের গৃহীত ব্যবস্থা চালু থাকিলে সকল শিক্ষার্থীর পড়ার টেবিলে ফিরিয়া যাওয়ার পথ সুগম হইবে।